



## বাংলাদেশে স্কুল বঞ্চিত শিশুদের জন্য লেখাপড়া

### বঞ্চিত শিশুরা ও সরকারী উদ্যোগ

বাংলাদেশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তি ও সাক্ষরতার মাত্রা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। তবে, এখনো প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার উপযুক্ত অনেক শিশু স্কুলে যেতে পারে না। সরকারের “সবার জন্য শিক্ষা” কর্মসূচীকে সহায়তা প্রদানের জন্য বিশ্বব্যাংক ও সুইস উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (এসডিসি) “স্কুল বঞ্চিত শিশুদের কাছে পৌঁছানো” (Reaching Out of School Children) প্রকল্পটি গ্রহণ করেছে। প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুদের অভিজ্ঞতা বাড়িয়ে এবং প্রাথমিক শিক্ষার মান ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে স্কুলে যেতে না পারা (Out of School) শিশুদের সংখ্যা কমিয়ে আনাই প্রকল্পটির লক্ষ্য।

### শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে শিশুদের কাছে পৌঁছানো

“স্কুল বঞ্চিত শিশুদের কাছে পৌঁছানো” (Reaching Out of School Children) প্রকল্পটি ৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের আর্থিক অনুদানের মাধ্যমে ২০০৪ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে শুরু হয়। বঞ্চিত অর্ধ মিলিয়ন শিশুকে বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা (এনজিও)-র সহায়তায় কমিউনিটি ভিত্তিক শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে ভর্তি করিয়ে লেখাপড়ার ব্যবস্থা করার লক্ষ্য নিয়ে প্রকল্পটির সূচনা হয়। এসব শিক্ষাকেন্দ্রে সমাজের সবচেয়ে গরীব জনগোষ্ঠীর সন্ধানেরা যারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়তে পারে না তারাই লেখাপড়ার সুযোগ পাবে।

### অর্জিত অগ্রগতি

এই প্রকল্পের মাধ্যমে এযাবৎ বেশ কিছু কাজ সম্পন্ন হয়েছে :

- দেশে প্রায় ৮,০০০ শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যেখানে ২,৪৬,০০০ এর বেশী শিশু ভর্তি হয়েছে।
- শ্রমজীবী শিশুদের জন্য ৪৪টি শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
- বর্তমান তদারকি ব্যবস্থাকে উন্নত করার জন্য একটি ব্যাপকভিত্তিক তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
- শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানকারী ১১টি ‘এডুকেশন রিসোর্স প্রোভাইডার’-এর প্রথম সেটটির নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

### সামনের পথ

সম্প্রতি বিশ্বব্যাংক ও সুইস উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (এসডিসি)-র এক যৌথ মিশন তার পর্যালোচনায় প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতির ব্যাপারে সন্তোষ প্রকাশ করেছে। এই মিশনটি ২০০৫ সালের ৭২৭ টি শিক্ষাকেন্দ্রের তুলনায় ২০০৬ সালে ৮,০০০ শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপক অগ্রগতির প্রেক্ষিতে শিক্ষাকেন্দ্রসমূহের সার্বিক ব্যবস্থাপনা এবং কর্মকাণ্ড আরো উন্নত করার সুপারিশ করে। প্রকল্পের বাহ্যিক মূল্যায়নের মাধ্যমে বর্তমান তদারকি ব্যবস্থাগুলোকেও আরো উন্নত করার প্রয়োজন রয়েছে বলে মত প্রকাশ করা হয়।

আগস্ট ২০০৬

---

**Contacts:**

Rehnuma Amin (8802) 815-9015, Ext 4136; E-mail: [ramin1@worldbank.org](mailto:ramin1@worldbank.org)  
*For more information on the World Bank in Bangladesh, please visit : [www.worldbank.org.bd&  
www.worldbank.org](http://www.worldbank.org.bd&www.worldbank.org)*

*To read more about World Bank's involvement in Bangladesh Railway, please visit:*  
[http://www.worldbank.org.bd/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/SOUTHASIAEXT/BANGLADESHEXTN/0,,c  
ontentMDK:20983835~menuPK:295779~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:295760,00.html](http://www.worldbank.org.bd/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/SOUTHASIAEXT/BANGLADESHEXTN/0,,contentMDK:20983835~menuPK:295779~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:295760,00.html)

*To read Country Director, Christine Wallich's speech on Bangladesh Railway, please visit:*  
[http://www.worldbank.org.bd/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/SOUTHASIAEXT/BANGLADESHEXTN/0,,c  
ontentMDK:20983838~menuPK:295782~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:295760,00.html](http://www.worldbank.org.bd/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/SOUTHASIAEXT/BANGLADESHEXTN/0,,contentMDK:20983838~menuPK:295782~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:295760,00.html)